সংবাদ

তারিখ ... ২৬।৪।৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে চরম অব্যবস্থা

(রেজোয়ানুল হক রাজা)

যেকোন গ্রন্থাগারের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রন্থাগারিক ; কিন্তু গত ১৩ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এই পদটিতে কেউ নেই। এ ছাড়া গ্রন্থাগারটির জন্যে অনুমোদিত পদের চাইতে বর্তমান পদের সংখ্যাও ২৬ জন কম। গত ৬ বছর ধরে গ্রন্থাগারের বইপত্রের কোন হিসেব পরীক্ষা করা হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স পদ্ধতি চালু হবার পর ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার চাপ বাড়লেও সে তুলনায় গ্রন্থাগারে বসার জায়গা বাড়েনি। সব মিলিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি চরম অব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে।

১৯৭২ সালে তৎকালীন গ্রন্থাগারিক জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিখানের অবসর গ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এ পদে আর কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। চার বছর পর ১৯৭৬ সালে এবং তারপর '৭৭, '৭৯ এবং '৮০ সালে এ পদে নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহবান করা হলেও দরখাস্তকারীদের মধ্য থেকে কাউকে

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

নেয়া হয়নি। কারণ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে, তাদের মধ্যে জ্ঞানী-গুণী, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায়নি। ১৯৭৯ সালে অবশ্য বিদেশে কর্মরত একজন প্রার্থীকে নির্বাচন করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি দেশেই ফিরে আসেননি।

ফলে ১৩ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্য থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নজনকে ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করে কাজ চালানো হচ্ছে, যাদের পক্ষে সঙ্গত কারণেই গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেয়া সম্ভব নয়। এ পদে নিয়োগের জন্য সম্প্রতি দরখাস্ত আহ্বান করার পর একজনকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে, যা এখন বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানা গেছে। তবে অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে, তিনিও বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন এবং আদৌ তিনি এ পদে যোগ দেবেন কিনা সন্দেহ আছে।

শুধু গ্রন্থাগারিক পদটিই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আরো ২৬টি পদ খালি রয়েছে। এর মধ্যে আছে ৫টি অফিসারের, ১৪টি তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীর এবং ৭টি চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীর পদ।

১৯২১ সালে গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠার পর পর ১৯৫২ সালে একবার আংশিকভাবে গ্রন্থাগারের বইপত্রের হিসেব পরীক্ষা (ষ্টক টেকিং) করা হয় এবং তাতে দেখা যায় গ্রন্থাগার থেকে হারিয়ে যাওয়া বইয়ের সংখ্যা ৬ হাজার ১৭৭। এরপর ১৯৭৮ সালে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে এক মাসেরও বেশী সময় গ্রন্থাগার বন্ধ রেখে পূর্ণাঙ্গ ষ্টক টেকিং করা হয় এবং দেখা যায় হারিয়ে যাওয়া, পোকায় কাটা, জীর্ণ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বই ও সাময়িকীর মোট সংখ্যা ১৮ হাজার ৭৮৫। এ সমস্ত বইয়ের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও দূতাবাস থেকে দান ও উপহার হিসেবে পাওয়া বইও আছে। তারপর আর ষ্টক টেকিং করা হয়নি। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে বই ও সাময়িকীর মোট সংখ্যা প্রায় ৫ লাখ হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

গ্রন্থাগার থেকে বই ইস্যু নিয়েও অনেক অভিযোগ আছে। নিয়ম করা হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা ২টি বই ২ সপ্তাহের জন্য এবং ১ মাসের জন্য শিক্ষকরা ১০টি এবং গবেষকরা ৪টি বই নিতে পারবেন। যেখানে শিক্ষকরা ১০টি বই পান সেখানে গবেষকদের মাত্র ৪টি বই দেয়া অবিবেচকের কাজ বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। এছাড়া বই ইস্যু পদ্ধতির ত্রুটির কারণে কোন কোন শিক্ষক নির্ধারিত ১০ টির চাইতেও বেশী বই ইস্যু করান অথচ ছাত্রছাত্রীরা বই পায় না এমন অভিযোগও রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য আগে গ্রন্থাগারে ছোট অথচ পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট কক্ষ ছিল। বর্তমানে গবেষকদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে ; কিন্তু গ্রন্থাগারে তাদের বসার সে ব্যবস্থা কার্যতঃ নেই। কারণ বর্তমানে নির্দিষ্ট কারো নামে কক্ষগুলো বরাদ্দ করা হয় না, ফলে যখন যে কেউ এসব কক্ষে ঢুকে পড়াশোনা করে। এর ফলে গবেষকদের গবেষণা ব্যাহত হচ্ছে বলে তারা জানিয়েছেন।

গ্রন্থাগারে বসে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করার জায়গার অভাব এই গ্রন্থাগারের আরেকটি সমস্যা। বেশ কিছুদিন আগে আলাদাভাবে বিজ্ঞান গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হলেও কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে কোর্স পদ্ধতি চালু হওয়ায় এই অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার চাপ অনেক বেড়েছে, কিন্তু জায়গা বাড়েনি। পাণ্ডুলিপি শাখার মত কিছু শাখা যা সহসা ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন হয় না তা অন্য কোথাও স্থানান্তর করলে পড়াশোনা করার জায়গা বাড়বে বলে ছাত্রছাত্রীরা মনে করছেন।